হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র জনগণ বিদ্রোহের জন্যে তৈরী হয়েছিল। সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগও পরোক্ষভাবে তৈরি করেছিল বিপ্লবের প্রেক্ষাপট।

চীনে তাইপিং বিপ্লবের পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মের সংসার বৈরাগ্য, তাও ধর্মের কুসংস্কার, কনফুসিয়দের প্রাচীন বিদ্যা চীন জনগণের আস্থাভাজন করতে পারেনি। মাঞ্চু রাজবংশ ছিলেন রক্ষণশীল কনফুসিয় ধর্মের সমর্থক। মাঞ্চু শাসনের সমর্থক হওয়ায় কনফুসিয়রাও চীনা জনগণের আস্থা হারিয়েছিল। সেই মুহূর্তে চীনে হুং সিউ চুয়ান এক নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিস্টান ধর্মের মূলনীতিকে তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু নতুন ধর্মীয় মতবাদের প্রচারের জন্য তাঁর উপর অত্যাচার শুরু হলে তিনি "স্বর্গীয় রাজা" রূপে নিজেকে ঘোষণা করেন। তাইপিং অর্থাৎ পরিপূর্ণ শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনই তাইপিং বিদ্রোহের সূচনা করা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ধর্মীয় কারণ

দক্ষিণ চীনে মাঞ্চু শাসনের ভিত্তি দুর্বল ছিল। দক্ষিণ চীনে খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যাবলী তাইপিং বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়া ঐ অঞ্চলে দারিদ্র্য এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। দক্ষিণ চীন ছিল বিদ্রোহ প্রবণ অঞ্চল। সব মিলিয়ে দক্ষিণ চীনে মাঞ্চু বিরোধী সংগ্রামের পথ তৈরী হয়েছিল। জাঁ শ্যেনো মন্তব্য করেছেন, "দক্ষিণ চীন ছিল তাইপিং বিদ্রোহের জন্মকালীন দোলনা।"

দক্ষিণ চীনে মাঞ্চুবিরোধী সংগ্রাম

তাইপিং বিদ্রোহের অগ্রগতি ও অবদান

তাইপিং বিদ্রোহীদের কেন্দ্রস্থল ছিল কোয়াংসি অঞ্চল। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে হুং সিউ চুয়ান ও তাদের সহকর্মীরা নিজেদের ঈশ্বরের পূজারী (God-Worshippers) রূপে পরিচয় দিয়েছিলেন। হাক্কা, মিয়াও (Miao), ইয়াও (Yao) সম্প্রদায়ের কৃষকরা তাইপিং বিদ্রোহে যোগদান করে। তাছাড়া মাঞ্চু বিরোধী জনগণও তাইপিং বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মাঞ্চু সরকারের সৈন্যবাহিনীকে সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে। এই বছরই তাইপিং অনুগামীদের সংখ্যা ১০ হাজার অতিক্রম করে। "স্বর্গীয় রাজা" হুং সিউ চুয়ানকে মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তাইপিং অনুগামীরা 'দীর্ঘ কেশী বিদ্রোহী" নামে (Long Hair Rebels) পরিচিত হন। পাঁচজন তাইপিং নেতাকে রাজা উপাধি দেওয়া হয়। ইয়াঙ্গ সিউ চিং (Yang Hsiu Ching) —পূর্বদিকের রাজা (East King), ফেন উয়ুন শান (Feng Yun Shan) — দক্ষিণদিকের রাজা (South King), সিয়াও চাও কুয়েই (Msiao Chao Khei) — পশ্চিমদিকের রাজা (West King), উই-চাং-হুই (Wei-Chang-Hui) —উত্তরদিকের রাজা (North King), সি টা কাই (Shin Ta Kai) —সহকারী রাজা (Assistant King) হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

কৃষক, কাঠকয়লা বিক্রেতা, খনি মজুর, জলদস্যু, কুলী, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তাইপিং সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে।

এইভাবে তাইপিং অনুগামীদের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাইপিং বিদ্রোহীরা ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে কোয়াংসি ছেড়ে হিউনান (Hunan)-এর দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। হিউনানে বহুসংখ্যক কর্মচ্যুত কৃষক তাইপিং অনুগামীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। হিউনান থেকে অনুগামীরা ইয়াংসি নদীর উত্তরদিকে হুপেই (Hupei) অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয় এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে নানকিং অধিকার করে। হুং সিউ চুয়ান নানকিং-এ তাইপিংদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এরপর তাইপিং বিদ্রোহীরা পিকিং অধিকারের জন্য উত্তরদিকে অগ্রসর হলেও পিকিং-এ পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। পিকিং-এর দক্ষিণে তিয়েন্টসিনে তাদের অভিযান বন্ধ হয়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নানকিং তাইপিংদের অধিকারে ছিল।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে "তুংচি পুনপ্রতিষ্ঠা"র যুগ শুরু হয়েছিল। তুংচি সরকার তাইপিং আন্দোলন দমনের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। তুংচি সরকার তাইপিং আন্দোলন দমন করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন রাজকীয় কর্মচারী কনফুসিয় পণ্ডিত সেং কুয়ো ফ্যান (Tseng Kuo Fan) এর উপর। সেং কুয়ো ফ্যান হিউনান এ সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তার শিষ্য লি হুং চ্যাং (Li Hung Chang) ৭০ হাজার সেনা বিশিষ্ট আনহউই সেনাদল (Anhwei army) গঠন করেন। তাইপিং আন্দোলন দমন করার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল। সেং এবং লি ইয়াং সি উপত্যকা থেকে বিদ্রোহীদের অপসারিত করতে সমর্থ হন। তাইপিং বিদ্রোহ সফল হলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ সন্ধির মাধ্যমে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা অর্জন করেছেন তা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন এই আশঙ্কায় আমেরিকা ও ব্রিটেন মাঞ্চু সরকারকে সামরিক সাহায্য দান করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমেরিকার সেনানায়ক ফ্রেডারিক টি. ওয়ার্ড (Frederick T. Word) মাঞ্চু সরকারের সমর্থনে বিদ্রোহীদের দমন করতে সচেষ্ট হন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তার পদে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন গর্ডন (Captain Gordon)। মাঞ্চুসরকারের সমর্থনে বিদ্রোহীদের দমন করতে সচেষ্ট হন। তিনি সেং, লি এবং সো সুং টাং (Tso Tsung Tang) নামক নেতাদের সহযোগিতায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে তাইপিং বিদ্রোহীদের পরাজিত করে নানকিং অধিকার করেন। নানকিং অধিকারের আগেই তাইপিং বিদ্রোহের মহান নেতা হুং সিউ চুয়ান আত্মহত্যা করেন। তাইপিং বিদ্রোহের শেষপর্বে ইয়াংসি উপত্যকায় তাইপিং নেতা লি সিউ চেং (Li-siu Chang) এর প্রাণদণ্ড হয়। এইভাবে তাইপিং বিদ্রোহের অবসান ঘটেছিল।

তাইপিং বিদ্রোহের ফলাফল

তাইপিং বিদ্রোহ প্রাথমিকভাবে সফলতা অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এই বিদ্রোহ ১৪ বছর ধরে চীনে চলেছিল তা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহ শুরু হবার পর থেকে তাইপিং বিদ্রোহীদের বাহিনী একের পর এক সরকারী সেনাদলকে পরাস্ত করে এবং ধনীদের বাড়ী লুঠ করে। গরীব জনসাধারণের মধ্যে তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি ছিল জাতীয়তাবাদী প্রকৃতি। চীনের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা তাইপিং বিদ্রোহকে আখ্যা দিয়েছেন প্রথম কৃষিবিপ্লব। যদিও এই ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ঐতিহাসিক ইম্যানুয়েল স্যু, জে. সি. চেভ প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন ১৮৫০-১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নানকিং-এ রাজধানী স্থাপন করে কিভাবে তাইপিং বিদ্রোহীরা

চীনরাজ্য চালিয়েছিল। সুতরাং এ থেকে তাইপিং বিদ্রোহের ফলাফল সম্পর্কে বলা যায় **প্রথমত,** তাইপিং বিদ্রোহ চীনে ব্যাপক কর্তৃক বিদ্রোহ ঘটায়।

দ্বিতীয়ত, শুধু কৃষকরা নয়, কারিগর ও অন্যান্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণও এতে যোগদান করে। ফলে চীনে এই প্রথম একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং বিদেশী বিরোধী এক তীব্র অভ্যুত্থান ঘটে এবং দক্ষিণ চীন প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, তাইপিং বিদ্রোহী চীনে এক নতুন ধরণের রাজনৈতিক দর্শনের জন্ম দেয় এবং জনগণের সাহায্যে এর ধারণা গড়ে তোলে। মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন তাইপিং বিদ্রোহের অন্যতম ফলাফল হল, এই বিদ্রোহ চীনকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে নিয়ে যায়।

চতুর্থত, তাইপিং বিদ্রোহের ফলে চীনে মাঞ্চু বিরোধী বিষয়গুলি ফিরে আসে। ঠিক এই বিষয়টি পরবর্তীকালে বক্সার বিদ্রোহে দেখা গিয়েছিল।

পঞ্চমত, তাইপিং বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মাঞ্চু রাজাদের আবার বিদেশী সাহায্য নিতে হয়েছিল। এই বিদেশী সাহায্য নেবার ফলে বিদেশীদের পক্ষে চীনে অনুপ্রবেশ আরও সহজ হয়ে যায়। যে কারণে তাইপিং বিদ্রোহের ঠিক পরে চীনে বিদেশী প্রভাব বাড়ে। কিন্তু চীন ও জাপান আগের থেকে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

তাইপিং বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

তাইপিং বিদ্রোহের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে বলা যায় তাইপিং বিদ্রোহের সাফল্য ছিল সুদূর প্রসারী এবং এটি চীনে রাজনৈতিক বাতাবরনই পাল্টে দিয়েছিল। ১৪ বছর ধরে বিপ্লবী জনতা চীনের একটি বিস্তীর্ণ অংশ দখল করে রেখেছিল। এটি একটি চূড়ান্ত সাফল্য ছিল। কারণ এই ঘটনা পরবর্তীযুগের বিদ্রোহগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিচারে বলা যায় এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে ব্যর্থ হয়। এই বিদ্রোহের অনেক কারণ ছিল।

চীনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাইপিং বিদ্রোহের পূর্বে কৃষক বিদ্রোহগুলি যে কারণে ব্যর্থ হয়েছিল তাইপিং বিদ্রোহের সময়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাইপিং নেতৃবর্গের অনভিজ্ঞতা ছিল। ফলে তাদের সংস্কারের জন্য চীনে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের পথ সুগম হয়ে ওঠে। চীনের উৎপাদন ব্যবস্থাও সামাজিক গতিপ্রকৃতি এই পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেনি। যদিও শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগণ এই বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাইপিং নেতৃবৃন্দের দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ও তাদের অনভিজ্ঞতার জন্য তাদের চরম ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

তাইপিং নেতৃবর্গের অনভিজ্ঞতা

তাইপিং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতৃবৃন্দের নৈতিক অবক্ষয় তাইপিং বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল। 'স্বর্গীয় রাজা' রূপে পরিচিত হুং ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নানকিং দখল করার কিছুদিন পরে সমস্ত ধরনের তাইপিং আদর্শকে বর্জন করেছিলেন। তাঁরা তাইপিং আদর্শ বর্জন করে ভোগ-বিলাসী জীবন-যাপনে মত্ত হয়েছিলেন। তাদের নেতৃবৃন্দের নৈতিক অবক্ষয় জনগণকে

তাইপিং নেতৃবৃন্দের নৈতিক অবক্ষয়

বিভ্রান্ত করে দেয়। নিজেদের আদর্শ ত্যাগ করে অনৈতিক দিকগুলোকে গ্রহণ করার ফলে তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

তাইপিংদের বিরোধী শক্তি ছিল সরকার। সরকারের সেনাদলে সামরিক দিক থেকে অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। সেনাবাহিনীর নেতা হিসাবে কুয়ো ফ্যান ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ। সমরবাহিনীর নেতারা সুগঠিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। কুয়ো ফ্যান, লি হুং চ্যাং, সো সুং ট্যাং (Tso Tsung Tang) হুনান প্রদেশের অধিবাসী পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ সেঙ-কুয়োফ্যান তাইপিং বিদ্রোহীদের দমন কার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কুয়ো ফ্যানের প্রচেষ্টায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে রাজকীয় সৈন্যবাহিনী নানকিং অধিকার করতে সমর্থ হলে হুং সিউ চুয়ান আত্মহত্যা করেন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাইপিং বিদ্রোহের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছিল।

তাইপিং বিরোধীদের সামরিক শক্তির বৃদ্ধি

তাইপিং বিদ্রোহীদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল। তাইপিং অনুগামীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দলের উদ্ভব হয়েছিল। তাইপিং অনুগামীদের কিন্তু প্রথমদিকে এই ধরনের মানসিকতা ছিল না। নানকিং দখলের পর দলগত বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। বিশেষতঃ চীনের কোয়াংটুং এবং কোয়াংসিতে তাইপিং অনুগামীদের মধ্যে দলগত বিরোধ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে দলগত বিরোধ আন্দোলনকে ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। হুং-এর অধীনে পাঁচজন "রাজা" উপাধিধারী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও পারস্পরিক বিদ্বেষ ছিল। ইয়াং সিউ চিং, হুং সিউ চিয়ান এর প্রাধান্যকে মেনে নিতে চাননি। যার ফলে হুং এর নির্দেশে ইয়াং সিউ চিং কে ওয়েই চাং হুই (Weichang hui) হত্যা করেন। ওয়েই ইয়াং পরিবারের বহু ব্যক্তিকে হত্যা করেন। হুং এইরকম পরিস্থিতিতে ওয়েইকে হত্যার ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে সহকারী রাজা সি টাই কাই (Sui Tai Kai) জেচওয়ানে নিহত হয়েছিলেন। তাইপিং বিদ্রোহের অনুগামীদের অনেকেই অপসারিত হন। অর্থাৎ বিদ্রোহের ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়ে।

তাইপিং বিদ্রোহীদের দলগত বিরোধ

তাইপিং বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল দক্ষ নেতৃত্বের অভাব। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে তাইপিং-এর রাজধানী নানকিং-এ বহু তাইপিং নেতার মৃত্যু হয় ফলে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব দেখা দেয়। তাইপিং নেতা হুং সিউ চুয়ান অন্য কোন নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বা প্রশাসনিক ও সামরিক বিষয়ে পরামর্শ করতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। উত্তর চীনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে শাসনব্যবস্থায় বহু ত্রুটি প্রবেশ করেছিল। একজন নেতার পক্ষে শাসনকার্যের সমস্ত দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাইপিং নেতারা দুর্নীতিমুক্ত শক্তিশালী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও তাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে তাইপিং আন্দোলনের ব্যর্থতা দেখা যায়।

দক্ষ নেতৃত্বের অভাব

তাইপিং আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে কৌশলগত ত্রুটি তাইপিং আন্দোলনের ব্যর্থতাকে তুলে ধরেছিল। নানকিং অধিকারের পরই তাইপিং বিদ্রোহীদের প্রধান কর্তব্য ছিল সাংহাই ও

ইয়াংসির দিকে অভিযান না করে পিকিং এর দিকে অর্থাৎ উত্তরমুখী অভিযান চালিয়ে পিকিং দখল করা। মাঞ্চু রাজদরবার আক্রমণ করা। বিদ্রোহীদের এই ত্রুটির ফলে মাঞ্চু সরকার উত্তর চীনের প্রতিপত্তিশালী জমিদারদের সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হন। পিকিং দখল করতে ব্যর্থ হলেও বিদ্রোহীরা তাইপিংদের রাজধানী নানকিং-এর নিরাপত্তার জন্য ইয়াংসি নদীর দুদিকের মাঞ্চু শিবিরগুলিকে ধ্বংস করতে পারত। বিদ্রোহীরা সেগুলিকে ধ্বংস করেনি। ট্রায়াড সমিতি (Traid Society) এর শাখা "ছোট তরবারি সমিতি" (Small Sword Seciety) নামে একটি গুপ্ত সমিতি ১৮৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দে সাংহাই অধিকার করে। এই সমিতির সঙ্গে অসহযোগিতা করা হুং-এর পক্ষে একটি গুরুতর ত্রুটি ছিল। যার ফলে তাইপিংদের ব্যর্থতা এসেছিল।

তাইপিং আন্দোলনের পরিচালনায় কৌশলগত ত্রুটি

তাইপিংদের ভাবাদর্শ ও জীবনযাপনের মধ্যে কোনরকম মিল না থাকায় তাইপিংদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। তাইপিং নেতাদের মধ্যে অনেকরকমের ত্রুটি ছিল। তাইপিংদের আদর্শ ছিল দেব উপাসনালয় ও দেবমন্দির ধ্বংস করা। তার সঙ্গে অনেক ব্যক্তিই যুক্ত ছিল। তাইপিংদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। বিদ্রোহের আদর্শ ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন না করা এবং একাধিকবার বিবাহ না করা। কিন্তু তাইপিং নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়াও একাধিকবার বিবাহ করেছিলেন। ইম্যানুয়েল স্যু বলেন, পূর্বের রাজার ৩৬টি, উত্তরের রাজার ১৪টি, সরকারি রাজার ৭টি এবং স্বয়ং হুং সিউ চুয়ান এর ৮৮টি উপপত্নী ছিল। হুং আদেশ দিয়েছিলেন কনফুসিয়াস ও তার মেনসিয়াস (Mencius) সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ যেন অনুগামীরা পাঠ না করেন। তিনি কিন্তু এ গ্রন্থ পাঠ করতেন। যে আদর্শ তাইপিং অনুগামীদের আকৃষ্ট করেছিল বিদ্রোহে যোগদান করতে সেই আদর্শ থেকে নেতাদের বিচ্যুতির ফলে তাইপিং অনুগামীরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। যার ফলে, তাইপিংদের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল।

তাইপিংদের আদর্শগত বিরোধ

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধিতা তাইপিং আন্দোলনের ব্যর্থতাকে সুনিশ্চিত করেছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে অ্যাডমিরাল স্যার জেমস হোপ ও তাইপিং নেতা লি সিউ চেং এর মধ্যে পরামর্শে স্থির হয়েছিল যে, ব্রিটেন গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে। কিন্তু ব্রিটেনের পক্ষে তাইপিং আন্দোলনে নিরপেক্ষ থাকার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। আন্দোলন দমনে তারা মাঞ্চু সরকারকে সাহায্যের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিল। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তাইপিং ও বিদেশী শক্তিবর্গ পরস্পরকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়। সামরিক প্রয়োজনে তাইপিংগণ ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে নিংপো ও হ্যাংচাও (Hangchow) অধিকার করেন। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লি সিউ চেং সাংহাই আক্রমণ করে শহরটির নদীপথের প্রবেশমুখ দখল করেন। ফলে তখন বিদেশী শক্তিবর্গ নিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করে মাঞ্চু সরকারকে তাইপিংদের বিরুদ্ধে সাহায্য দান করতে অগ্রসর হন। ক্যাপ্টেন গর্ডনের সামরিক তৎপরতায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহের অবসান ঘটে। ইমান্যুয়েল স্যুর মতে, "নানকিং পুনরায়

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অসহযোগিতা

মাঞ্চু সরকারের দখলে আসে। ১৪ বছরের বিদ্রোহ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে নি। তাইপিং বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল।"

পরিশেষে বলা যায় তাইপিং বিদ্রোহের এই ব্যর্থতা ছিল আপেক্ষিক এবং এই তাইপিং বিদ্রোহের মধ্যে স্ববিরোধ ছিল স্বাভাবিক। সামন্ততন্ত্রের উপর এই বিদ্রোহ এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। তাই তাইপিং বিদ্রোহকে ব্যর্থ হিসাবে বিচার করা যায়।

তাইপিং বিদ্রোহ কৃষক বিদ্রোহ ছিল কিনা এই প্রশ্ন অনেক পশ্চিমী ঐতিহাসিক তুলেছেন। কিন্তু চীনের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা বলেছেন এই বিদ্রোহ ছিল আধুনিক চীনের প্রথম কৃষিবিপ্লব। তার কারণ এই বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিল কৃষকেরা। এই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল কৃষিজীবি অঞ্চলে। এই বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষি জমিগুলিকে বড়ো জোতদের হাত থেকে মুক্ত করে গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। কৃষি বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলি তাইপিং বিদ্রোহে ছিল। জার্মান পণ্ডিত উলফ্ গ্যাং ফ্র্যাঙ্ক, জাঁ শ্যেনো এবং ইস্রায়েল এপস্টেইন তাইপিং বিদ্রোহকে কৃষিবিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন। লক্ষণীয় এই যে তাইপিং বিদ্রোহের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় কৃষকেরা নিজেরাই নেতৃত্বে দিয়েছিল। চীনে তখনও বুর্জোয়া শ্রেণী তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। কাজেই এটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না। এটি ছিল করব্যবস্থার অসামঞ্জস্য থেকে, কৃষি সংকট থেকে এবং ক্ষুব্ধ কৃষকদের ভিতর থেকে উত্থিত এক স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ যাকে বলা হয়েছিল—All the land under heven should be cultivated by all the people under haven and let them cultivate at together.

তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি

তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল? এই বিষয়টি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইস্রায়েল এপস্টেইন (Israel Epstein) তাঁর "ফ্রম ওপিয়াম ওয়ার টু লিবারেশন" (From Opium War to Liberation) গ্রন্থে বলেছেন, "তাইপিং অভ্যুত্থান বিশ্বের ইতিহাসে মানব মুক্তির অন্যতম মহাসংগ্রাম হিসাবে জনসাধারণের চেতনায় স্থান করে নেবে"।

মানবমুক্তির মহাসংগ্রাম

চীনের ঐতিহাসিকগণ বিশেষ করে ইম্যানুয়েল স্যু "তাইপিং আন্দোলনকে আধুনিক চীনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কৃষক বিপ্লব রূপে আখ্যা দিয়েছিলেন। ইম্যানুয়েল স্যু-এর মতে "তাইপিং বিদ্রোহ প্রথম দিকে ছিল অংশত ধর্মীয় আন্দোলন এবং অংশত মাঞ্চু শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় ধারার থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও এই আন্দোলনের ভিত্তি ছিল কৃষক আন্দোলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। মাঞ্চু শাসকদের দুর্নীতি ও অত্যাচারের ফলে কৃষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাইপিং বা পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান ধর্মের মূলনীতির উপর আস্থা এবং পৌত্তলিকতার বিরোধী পণ্ডিত হুং সিউ চুয়ান কৃষক ও জনগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করে চীনে রাজনৈতিক পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন। সুতরাং এই আন্দোলনের ধর্মীয়প্রকৃতি আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বে শেষ হয়ে যায় এবং কৃষকদের

কৃষক বিদ্রোহ